কৈফিয়ত

রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল খুব ছেলেবেলায়। দেখতে দেখতে রাজনীতির অঙ্গনে কেটে গেল পঁচিশটা বছর। বিবেকের অমোঘ দংশন কখনও সঠিক স্বীকারোক্তির পথ প্রশস্ত করেছে; কখনও বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আত্মসমালোচনা—উন্মোচিত করেছে অন্তরের অন্তঃস্থলে জমে থাকা বাস্তব কিছু ঘটনা—যা একান্তভাবেই আমার নিজের উপলব্ধি।

চলমান জীবনে ব্যর্থতা যে আসেনি—তা নয়, অনেক স্বপ্নই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, বারবার আঘাতে। পাশাপাশি, অভিজ্ঞতার আলো—জীবন ও রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক মূল্যবোধের আড়ালে এক অপহ্নব পাশাখেলার স্বরূপ জানতে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

বাস্তব এবং সত্য (অপ্রিয় হলেও) ঘটনা বলতে গিয়ে নিজের কথা হয়ত কোথাও বেশি বলা হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ লেখা কোনভাবেই 'আত্মজীবনী' নয়। আন্তরিক উপলব্ধির আলোকে কিছু কিছু তথ্যের উপস্থাপনার মধ্যেই আপাতত সীমাবদ্ধ এই কলম।

বিস্তারিত লেখা! উত্তর দেবে অনাগত ভবিষ্যৎ।

ব্যক্তিগত জীবনে লেখক নই—তাই শব্দচয়ন বা বাক্যবিন্যাসে কিছু ত্রুটি থাকতেই পারে। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। বলার কথা এটাও, যে, কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করা, কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধুই গণদেবতার আদালতে ব্যক্তিগত উপলব্ধির অন্তত কিছুটা তুলে ধরলাম যাতে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, আদর্শ—বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে নবপ্রজন্মকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, নববসন্তের সৌরভে তাদের ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

বাংলার অসংখ্য মা, ভাই, বোনদের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ—এই লেখার প্রেরণা। তাদের জন্য রইল শ্রদ্ধা, ভালবাসা। শ্রদ্ধার্ঘ রইল ২১শে জুলাই-এর ১৩ জন অমর শহীদের উদ্দেশে—বুকের রক্ত দিয়ে যাঁরা জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন কলকাতার প্রশস্ত রাজপথে।

দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে এবং অন্যান্য কর্মীবন্ধুদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়েও গতবছর এই লেখা শেষ করেছিলাম মূলত সুধাংশুদার অদম্য উৎসাহে।

এছাড়াও তিনজন—ভ্রাতৃপ্রতিম শেখর গুহ, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও অলোক দাস—যাদের অকৃত্রিম সাহায্য ছাড়া এই লেখা কোনভাবেই সম্পূর্ণ হত না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়